দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

07

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অনুদান

৩টি পার্বত্য জেলা পেয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা

বান্দরবান, ৪ঠা আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গত অর্থ বছরে দেশের ৬৪টি জেলার থানাসমূহে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ করা হয় প্রায় সোয়া কোটি টাকা। সেই বরাদ্দ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার ১১টি থানা পেয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা মাত্র। বাকি ১৪টি থানা কোন বরাদ্দ পায়নি।

সরকারি সূত্রে জানা যায়, গত '৯৪–৯৫ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি অনুদান হিসেবে থানাভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ করেছে প্রায় সোয়া কোটি টাকা। অনুদান বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ৬৪টি জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম অনুদান পেয়েছে রাঙ্গা–মাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি। দেশের ৪শ' ৬০টি থানার মধ্যে কক্সবাজারের চকরিয়া থানা সর্বোচ্চ অনুদান পেয়েছে। এ থানায় ৪ লাখ ৮৫ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর থানা পেয়েছে সবচেয়ে কম। এ থানায় অনুদান দেয়া হয় মাত্র ৭ হাজার টাকা।

বান্দরবান জেলার ৭টি থানার মধ্যে সদর থানায় ১৫ হাজার টাকা এবং লামা থানায় ৪৫ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। বাকি ৫টি থানা রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি, নাইক্ষংছড়ি এবং আলীকদম থানার জন্য কোন অনুদান বরাদ্দ দেয়া হয়নি। খাগড়াছড়ি জেলার ৮টি থানার মধ্যে মাটিরাঙ্গায় ২০ হাজার, মানিকছড়ি, রামগড়, দীঘিনালা ও পানছড়ি থানার জন্য ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি থানায় কোন অনুদান দেয়া হয়নি। একই–ভাবে রাঙ্গামাটি জেলার ১০টি থানার মধ্যে ৬টি থানাতেই অনুদানের কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। এসব থানা হচ্ছে কাউখালী, লংগদু, রাজস্থলী, জুরাছড়ি, বরকল ও নানিয়ারচর। রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই ও বাঘাইছড়ি থানায় ১০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হয়েছে।

পাহাড়ী গয়াল থেকে সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন

পাহাড়ী গয়াল থেকে গরুর বীজ দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। দেশের পশুবিজ্ঞানীরা এই প্রথমবারেই এ কর্মে সফলতা অর্জন করল। সীমান্তবর্তী থানা নাইক্ষংছড়িতে ১৬২ একর জায়গার ওপর '৯১' সালে আঞ্চলিক পশু সম্পদ গবেষণা কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। এ কেন্দ্রে গবে–ষণার উদ্দেশ্যে ৯টি পাহাড়ী গয়াল সংগ্রহ করা হয়।